শুদ্ধভাবে ইংরেজি উচ্চারণ করার নিয়ম

নিয়ম ১: শব্দের শুরুতে KN থাকলে তার উচ্চারণ হবে "ন"। এক্ষেত্রে K অনুচ্চারিত থাকে।

উদাহরণ:

Knowledge (নলেজ) – জ্ঞান

Knight (নাইট) – অশ্ব।

Knee (নী) – হাটু।

নিয়ম ২: W এর পরে h/r থাকলে w উচ্চারণ হয় না।

উদাহরণ:

Write (রাইট) – লেখা।

Wrong (রং) – ভুল।

Who (হু) – কে।

Wrestling (রেস্টলিং) – কুস্তি।

নিয়ম ৩: শব্দের শেষে "e" থাকলে "e" এর উচ্চারণ হয়না।

উদাহরণ:

Name (নেইম) – নাম।

Come (কাম) – আসা।

Take (ঠেইক) – নেওয়া।

Fake (ফেইক) – ভূয়া।

নিয়ম ৪: M+B পর পর থাকলে এবং B এর পর কোন Vowel না থাকলে B উচ্চারিত হয় না।

উদাহরণ:

Bomb (বম) – বোমা।

Comb (কৌম) – চিরুনি।

Thumb (থাম) – হাতের বুড়ো আঙ্গুল।

Thumbnail (থামনেল) – ছোট।

নিয়ম ৫: Word এর শেষে I G N থাকলে তার উচ্চারণ "আইন" হয়। এ ক্ষেত্রে G অনুচ্চারিত থাকে।

উদাহরণ:

Design (ডিজাইন) – আকা।

Resign (রিজাইন) – পদত্যাগ করা।

Reign (রেইন) – রাজত্ব।

Feign (ফেইন) – উদ্ভাবন করা।

নিয়ম ৬: L+ M পর পর থাকলে এবং পরে vowel না থাকলে L অনুচ্চারিত থাকে।

উদাহরণ:

Calm (কাম) – শান্ত।

Alms (আমজ) – ভিক্ষা।

Palm (পাম) – তালগাছ।

নিয়ম ৭: শব্দে T থাকলে T এর পরে U থাকলে T এর উচ্চারণ "চ" এর মত হয়।

উদাহরণ:

Lecture (লেকচার) – বক্তৃতা।

Century (সেঞ্চুরী) – শতক।

Furniture (ফার্নিচার) – আসবাবপত্র।

Structure (স্ট্রাকচার) – গঠন।

নিয়ম ৮: Consonant+ I A+ Consonant এভাবে Word গঠিত হলে, I A এর উচ্চারণ (আইঅ্যা) মত হয়।

উদাহরণ:

Dialogue (ডায়ালগ) – কথোপকথন।

Diamond (ডায়ামন্ড) – হীরক।

Liar (লায়ার) – মিথ্যাবাদী।

Liability (লাইয়াবিলিটি) – দায়।

www.eduexplain.com

নিয়ম ৯: I+ R+ Consonant এভাবে Word গঠিত হলে "I" এর উচ্চারণ "আই" না হয়ে "অ্যা" হয়।
উদাহরণ:
First (ফার্স্ট) – প্রথম।
Birth (র্বাথ) – জন্ম।
Bird (বার্ড) – পাখি।
Circle (সার্কেল) – বৃত্ত।
নিয়ম ১০: ৩ বর্ণ বিশিষ্ট Word এ Consonant+ I+ E এভাবে ব্যবহৃত হলে তার উচ্চারণ "আই" এর মত হয়।
উদাহরণ:
Mice (মাইস) – ইদুর।
Rice (রাইস) – চাউল।
Wise (ওয়াইস) – বিজ্ঞ
Size (সাইজ) – আয়তন।
নিয়ম ১১: Consonant+ U+ Consonant এভাবে word গঠিত হলে U এর উচ্চারণ "আ" এর মত হয়।
উদাহরণ:
Null (নাল) – বাতিল
But (বাট) – কিন্তু।
Nut (নাট) – বাদাম
Cut (কাট) – কাটা।
নিয়ম ১২: I G H এর উচ্চারণে G উচ্চারিত হয় না। সেই অংশটুকুর উচ্চারণ "আই" হবে।
উদাহরণ:
Night (নাইট) – রাত্র।
Sight (সাইট) – দৃশ্য।
Might (মাইট) – হতে পারে।
নিয়ম ১৩: "I O" এর উচ্চারণ সাধারণত "আইয়" হয়।
উদাহরণ:
Violet (ভাইয়লেইট) – বেগুনী রঙ।
Biology (বাইয়োলজি) – জীব বিদ্যা।
Biography (বাইয়োগ্রাফি) – জীবনী।
Violation (ভাইয়লেশন) – ভঙ্গ।
নিয়ম ১৪: Consonant এর পর "AI" এর উচ্চারণ সবসময় "এই" বা "এয়্যা" হয়।
উদাহরণ:
Rail (রেইল) – রেলের লাইন।
Nail (নেইল) – পেরেক
Straight (স্ট্রেইট) – সোজা।
নিয়ম ১৫: O+ consonant+ U+ consonant+ A/E/I এভাবে word গঠিত হলে, U এর উচ্চারণ "ইউ" এর মত হয়।
উদাহরণ:
Document (ডকিউমেন্ট) – দলিল।
Procurement (প্রকিউরমেন্ট) – চেষ্টা দ্বারা পাওয়া।
নিয়ম ১৬: I+ R+ E এর ক্ষেত্রে যদি বর্ণ তিনটি word এর শেষে থাকে তবে এর উচ্চারণ "আয়্যা" হয়।
উদাহরণ:
Dire (ডায়্যার) – ভয়ংকর।
Mire (মায়্যার) – কাদা।
Admire (এ্যাডমায়্যার) – তারিফ করা।
নিয়ম ১৭: U I + consonant এরপর vowel না থাকলে U I এর উচ্চারণ "ই" এর মত হয়।
উদাহরণ:
Guilty (গিল্টি) – দোষী।

www.eduexplain.com

Guilt (গিল্ট) – দোষ।
Build (বিল্ড) – নির্মাণ করা।

নিয়ম ১৮: E A+ R এভাবে ব্যবহৃত হলে এবং R যদি word এর শেষ বর্ণ হয় তাহলে E A এর উচ্চারণ "ঈঅ্যা" হবে।

উদাহরণ:

Dear (ডিয়্যার) – প্রিয়।
Fear (ফিয়্যার) – ভয়।
Bear (বিয়্যার) – বহন করা।

নিয়ম ১৯: EA+ R+ consonant এভাবে word গঠিত হলে, EA এর উচ্চারণ "অ্যা" হবে।

উদাহরণ:

Heart (হার্ট) – হৃদয়।
Earth (আর্থ) – পৃথিবী।
Earn (আর্ন) – আয় করা।

নিয়ম ২০: Consonant+ EA+ consonant (R ছাড়া) এভাবে ব্যবহৃত হলে EA এর উচ্চারণ ঈ হবে।

উদাহরণ:

Feather (ফেদার) – পালক।
Tread (ট্রেড) – পদদলিত করা।
Leader (লিডার) – সর্দার।

নিয়ম ২১: শব্দস্থিত EE+ R এভাবে ব্যবহৃত হলে R যদি word শেষ অক্ষর হয় তাহলে EE এর উচ্চারণ "ইঅ্যা" হবে।

উদাহরণ:

Peer (পিয়্যার) – সমকক্ষ।
Steer (স্টিয়্যার) – হাল ধরা।
Deer (ডিয়্যার) – হরিণ।

নিয়ম ২২: P+ S পরপর থাকলে এবং P এর আগে কোন vowel না থাকলে P অনুচ্চারিত থাকে।

উদাহরণ:

Psyche (সাইকি) – আত্মা
Psycho (সাইকো) – মন।
Psora (সৌরা) – খোসপাচঁড়া।

নিয়ম ২৩: শব্দস্থিত STL এর উচ্চারণ হয় "সল্" এখানে T অনুচ্চারিত থাকে।

উদাহরণ:

Bustle (বাসল্) – অতিশয় কর্ম ব্যস্ততা।
Rustle (রাসল) – খসখস শব্দ।
Nestle (নেসলে) – বাসা বাঁধা

নিয়ম ২৪: ইংরেজি শব্দের শেষে TCH থাকলে এর উচ্চারণ হয় "চ"।

উদাহরণ:

Batch (ব্যাচ) – ক্ষুদ্রদল।
Match (ম্যাচ) – ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
Scratch (স্ক্র্যাচ) – আচঁড়ের দাগ।

নিয়ম ২৫: শব্দস্থিত OA+ R থাকলে, OA এর উচ্চারণ হবে "অ্য"।

উদাহরণ:

Board (বোর্ড) – মোটা শক্ত কাগজ।
Boar (বোর) – শূকর।
Boat (বোট) – নৌকা।
Road (রোড) – রাস্তা।

নিয়ম ২৬: E+ consonant (R ছাড়া) + E এভাবে ব্যবহৃত হলে এবং তার পর আর কিছু না থাকলে প্রথম E এর উচ্চারণ হয় "ঈ" এবং দ্বিতীয় E অনুচ্চারিত থাকে।

www.eduexplain.com

উদাহরণ:
Complete (কমপ্লীট) – সম্পূর্ণ।
Mete (মীট) – অংশ ভাগ করে দেয়া।
নিয়ম ২৭: শব্দস্থিত OE এর উচ্চারণ হয় "ঈ"।
উদাহরণ:
Phoenix (ফীনিক্স) – রুপ কথার পাখি বিশেষ।
Amoeba (এ্যামিবা) – ক্ষুদ্র এক কোষী প্রাণী।
নিয়ম ২৮: Consonant এরপর OI এর উচ্চারণ হয় "অই"।
উদাহরণ:
Coin (কইন) – মুদ্রা।
Foil (ফইল) – পাত।
Join (জইন) – যোগদান করা।
নিয়ম ২৯: শব্দস্থিত OA+ Consonant এভাবে ব্যবহৃত হলে OA এর উচ্চারণ হয় "ঔ"।
উদাহরণ:
Road (রৌড) – রাস্তা।
Loan (লৌন) – ঋণ।
Toad (টৌড) – ব্যাঙ।
নিয়ম ৩০: UI+ consonant+ A/E/O এভাবে word গঠিত হলে সচরাচর UI এর উচ্চারণ হয় ইংরেজি "আই" এর মত।
উদাহরণ:
Guide (গাইড) – পথ প্রদর্শক।
Guile (গাইল) – ছলনা, ফাঁকি।
Misguidance (মিসগাইড্যান্স) – বিপথগামীতা।
নিয়ম ৩১: শব্দের মাঝে E+ R ছাড়া অন্য consonant এভাবে ব্যবহৃত হলে E এর উচ্চারণ সাধারণত "এ" বা "ই" হয়।
উদাহরণ:
Rent (রেন্ট) – ভাড়া।
Comet (কমিট) – ধূমকেতু।
Comment (কমেন্ট) – মন্তব্য।
নিয়ম ৩২: EE+ consonant (R ছাড়া) এভাবে ব্যবহৃত হলে, EE এর উচ্চারণ "ঈ" হয়।
উদাহরণ:
Need (নীড) – প্রয়োজন।
Feel (ফীল) – অনুভব করা।
Steel (স্টীল) – ইস্পাত।
Meek (মীক) – বিনম্র
নিয়ম ৩৩: R+ vowel+ CH এভাবে ব্যবহৃত হলে CH এর উচ্চারণ হবে "চ"।
উদাহরণ:
Approach (অ্যাপ্রোচ) – অভিগমন।
Branch (ব্রাঞ্চ) – শাখা।
Crunch (ক্র্যাঞ্চ) – গুড়ানো।
নিয়ম ৩৪: C এর পরে যদি I, E, Y থাকে তাহলে তার উচ্চারণ "স" হবে।
উদাহরণ:
Center (সেন্টার) – কেন্দ্র।
Cyclone (সাইক্লোন) – ঘূর্ণিঝড়।
Cell (সেল) – কোষ।
Circle (সার্কেল) – বৃত্ত।

www.eduexplain.com

নিয়ম ৩৫: Y সাধারণত One-syllable এর শব্দে Y, (আই) হিসেবে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ:
Fly (ফ্লাই) – উড়া।
Shy (শাই) – লজ্জা।
Buy (বাই) – ক্রয় করা।
Toy (টই) – খেলনা।
Joy (জয়) – আনন্দ।
Two-syllable এর শব্দে Y (ই) হিসেবে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ:
City (সিটি) – শহর।
Funny (ফানি) – আনন্দ করা।
Happy (হ্যাপি) – খুশি।
Policy (পলিসি) – নীতিমালা।
নিয়ম ৩৬: শব্দের শেষে MN এর পরে কোন vowel না থাকলে এবং MN পরপর থাকলে N অনুচ্চারিত থাকে।
উদাহরণ:
Solemn (সলেম) – গুরুগম্ভীর।
Condemn (কনডেম) – দোষারোপ করা।
Damn (ড্যাম) – অভিশাপ দেয়া ।
নিয়ম ৩৭: ইংরেজি শব্দের শেষে gh থাকলে তার উচ্চারণ হয় "ফ" অথবা কখনো তা অনুচ্চারিত থাকে । কিন্তু এরপর T, N বা M থাকলে gh উচ্চারিত হয় না।
উদাহরণ:
Tough (টাফ) – কঠিন।
Enough (ইনাফ) – যথেষ্ট।
Mighty (মাইটি) – বলশালী।
High (হাই) – উচ্চ।
নিয়ম ৩৮: IGH এর উচ্চারণ "আই"। "augh" এবং "ough" এর উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "অ" বা "আ" তাছাড়া eigh এর উচ্চারণ হয় এই কিন্তু Height এর উচ্চারণ ব্যতিক্রম।
উদাহরণ:
Night (নাইট) – রাত্র।
Dight (ডাইট) – সাজানো।
Fight (ফাইট) – লড়াই।
Tight (টাইট) – টানটান।
নিয়ম ৩৯: Consonant এরপর BT এর উচ্চারণ "ট" এক্ষেত্রে "B" অনুচ্চারিত থাকে।
উদাহরণ:
Doubt (ডাউট) – সন্দেহ।
Debt (ডেট) – ঋণ।
Doubtful (ডাউটফুল) – সন্দিহান।
নিয়ম ৪০: শব্দের শেষে que এর উচ্চারণ "ক"।
উদাহরণ:
Cheque (চেক) – কিস্তি, হুন্ডি।
Baroque (ব্যারক) – বলিষ্ঠ।
Clique (ক্লীক) – ক্ষুদ্রদল।
নিয়ম ৪১: LK এর আগে E বা U না থাকলে LK এর উচ্চারণ হবে "ক" এবং "L" অনুচ্চারিত থাকে।
উদাহরণ:
Talk (টক) – আলাপ।

www.eduexplain.com

Walk (ওয়াক) – হাটা।
Chalk (চক) – খড়ি।
নিয়ম ৪২: KN বা GN এর আগে vowel থাকলে K ও G উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ:
Agnostic (এ্যাগনষ্টিক) – অজ্ঞেয়
Acknowledge (এ্যাকনলেজ) – স্বীকার করা
Acknowledgement (এ্যাকনলেজমেন্ট) – স্বীকৃতি।
নিয়ম ৪৩: কোন শব্দে CC+ OU/ consonant থাকলে CC এর উচ্চারণ হবে "ক"।
উদাহরণ:
Accuse (এ্যাকিউজ) – অভিযুক্ত করা।
According (এ্যাকর্ডিং) – অনুযায়ী।
Accurate (এ্যাকিউরেট) – যথার্থ।
নিয়ম ৪৪: কোন শব্দে U এরপর consonant+ vowel+... থাকলে U এর উচ্চারণ সাধারণত "ইউ" হয়।
উদাহরণ:
Mute (মিউট) – স্তব্ধ, নির্বাক।
Tube (টিউব) – নল।
Duteous (ডিউটিয়াস) – অনুগত, বাধ্য।
নিয়ম ৪৫: কোন শব্দে U এর পূর্বে consonant+ R/L+..... থাকলে U এর উচ্চারণ সাধারণত "উ" হয়।
উদাহরণ:
Blue (ব্লু) – নীল।
Glue (গ্লু) – শিরিসের আঠা।
True (ট্রু) – সত্য।
নিয়ম ৪৬: কোন শব্দে U+E এর পূর্বে consonant + R বা L না থাকলে U এর উচ্চারণ সাধারণত "ইউ" এর মত হয়।
উদাহরণ:
Sue (স্যু) – আদালতে অভিযুক্ত করা।
Hue (হিউ) – রং।
Imbue (ইমবিউ) – অনুপ্রাণিত করা।
নিয়ম ৪৭: কোন শব্দে U এর পূর্বে R বা L একক ভাবে থাকলে তার পরে E বা consonant+ E/L থাকা স্বত্ত্বেও তার উচ্চারণ সাধারণত "উ" হয়।
উদাহরণ:
Nude (নুড) – নগ্ন।
Lunacy (লুনাসি) – পাগলামি, বকা আচরণ।
Lutanist (লূটানিস্ট) – বীণা-বাদক।
নিয়ম ৪৮: U এর পর যদি এমন দুটি Consonant থাকে যাদেরকে আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে হয় (ফলে প্রথমটিতে একটি syllable শেষ হয় এবং পরেরটিতে আরেকটি syllable শুরু হয়) তাহলে ঐ দুটি consonant এর পর E/I/A থাকা স্বত্ত্বেও U এর উচ্চারণ বাংলা "আ"- এর মত হয়।
উদাহরণ:
Incumbent (ইনকামবেন্ট) – বাধ্যতামূলক।
Number (নাম্বার) – সংখ্যা।
Constructive (কনস্ট্রাকটিভ) – গঠনমূলক।
Nudge (নাজ) – কনুয়ের মৃদু ঠেলা দেয়া।
নিয়ম ৪৯: LM এর আগে কোন vowel অর্থাৎ "ই", "ঈ" বা "এ" ধ্বনি থাকলে L উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ:
Film (ফিল্ম) – চলচ্চিত্র।
Elm (এল্ম) – দেবদারু জাতীয় গাছ।
Filmy (ফিল্মি) – মেঘাচ্ছন্ন।

www.eduexplain.com

নিয়ম ৫০: UI+ consonant+ I কিংবা consonant+ L/R+ UI এভাবে গঠিত হলে UI এর উচ্চারণ "ইউই" বা "উই" হয়।

উদাহরণ:

Perpetuity (প্যারপিচিউইটি) – চিরস্থায়ীত্ব।
Ingenuity (ইনজিনিউইটি) – অকপটতা।
Liquidity (লিকুইডিটি) – তারল্য, তরল অবস্থা।
Full Grammer course will be provided you just 500 taka
Whatsapp 01974137913

www.eduexplain.com